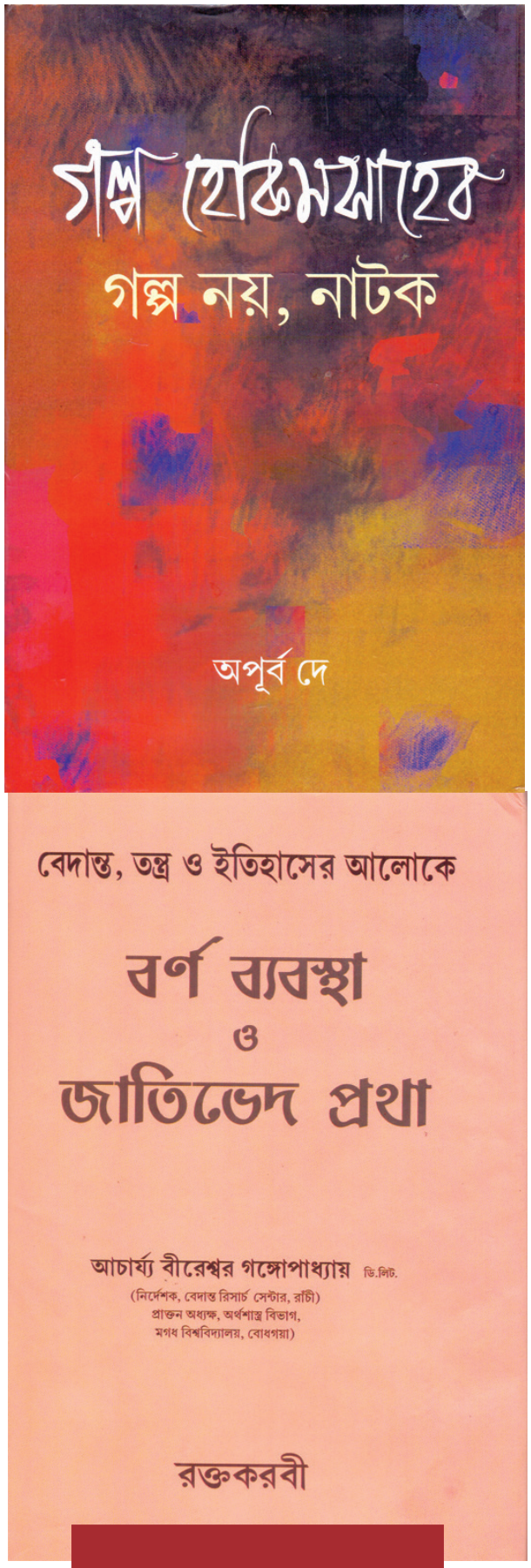

অশোক দাশগুপ্ত

বই তরণী

দুই বিপরীতমুখী গদ্যকথা

সাহিত্যের বহুমুখী শাখার মধ্যে অন্যতম গল্প এবং নাটক, গল্প থেকে যেমন নাটকের পটভূমি গড়ে ওঠে, তেমনি নাটকের মধ্যে লুকিয়ে থাকে গল্পের বীজ। লেখক তার চারপাশে যে চরিত্রগুলি দেখেন সেগুলি তার লেখনীর গুণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, নাট্যকার চরিত্রগুলির মুখে সংলাপ বসিয়ে তাকে আরও সজীব করে তোলেন। কিন্তু গল্প থেকে যখন নাটক নয়, সরাসরি নাট্যকার একটি নাটক রচনা করেন তখন তার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে চরিত্রগুলির নিজস্ব ভঙ্গি, আচরণ, উপলব্ধি, অনুভব এ সব কিছুই। প্রথিতযশা নাট্যব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্রের নাটক 'গল্প হেকিম সাহেব' একটি নাটক, গল্প নয়, সে কথাই যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করেছেন বিশিষ্ট নাট্যকার, প্রাবন্ধিক এবং নাট্য গবেষক ড. অপূর্ব দে তাঁর 'গল্প হেকিম সাহেব, গল্প নয় নাটক' গ্রন্থটিতে।

মনোজ মিত্রের নাটকগুলির কথনশৈলীর মূল উপাদান সরসতা হলেও তার নাটকে দেশ, কাল, ইতিহাস, সমাজ, ব্যক্তির সংকট, অসহায়তা সবই সমানভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রেণিদ্বন্দ্ব ছাড়াও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা, হিংসা, ক্রোধ ও ক্ষোভ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে হাসি, ঠাট্টা ও শ্লেষের মাধ্যমে। রূপক ও সংকেতের ব্যবহার মনোজ মিত্রের নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তিনশো বছরের আগের ইতিহাস নিয়ে 'গল্প হেকিম সাহেব' নাটকটি লিখেছেন মনোজ মিত্র, নাট্যকারের ভাষায়, 'ইস্টিকুটুম পাখিটার আজ আর যেমন হদিস মেলে না, ডাক্তার–বদ্যি সমাজে হেকিমেরও তাই পাত্তা মেলে না। নাটকের শুরু, যখন হেকিমের চিকিৎসা ও সেবার খ্যাতি মধ্য গগনে, আর হেকিমের মৃত্যুতে নাটকের সমাপ্তি। নাটকের মধ্যিখানে আমরা পাই দরিয়াগঞ্জের তালুকদার খান বাহাদুর ওয়ালি খাঁর সঙ্গে পলাশপুরের তালুকদার পশুপতি পোদ্দারের রেষারেষি, লাঠালাঠি। হেকিমকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে হিংস্র প্রতিযোগিতা চলেছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়ার মতো হেকিম পর্যুদস্ত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও আছে বিনোদনের উপকরণ– 'দরিয়াগঞ্জের তালুকদার বৃদ্ধ ওয়ালি খাঁ–কে মনোজ মিত্র নিছক একজন ভিলেন করে গড়ে তোলেননি। আবার তাকে ভাঁড়ও বানাননি। কিন্তু তাকে নিয়ে নানা মজার খেলা খেলেছেন। তাকে পাঠকের হাসির খোরাক করে তুলেছেন। কখনও কখনও তার ভাঁড়ামি, ব্যক্তিত্বহীনতা দমফাটা হাসির সৃষ্টি করেছে।...

হর্তুকি ঃ আরে গোলাপ গোলাপ করছ কেন? গাঁদাফুল দিয়ে কাজটা চালিয়ে নাও গে...

ওয়ালি ঃ হুঁ, তাই নাও।

হেকিম ঃ (বিরক্ত গলায়) এটি কি কাজ চালানোর ব্যাপার?

ওয়ালি ঃ (সঙ্গে সঙ্গে মত বদল করে) না, না, এটি কাজ চালানোর ব্যাপার নয়।

হেকিম ঃ সারাতে হবে মানুষের ব্যাধি। গাঁদাফুলে হবে না।

ওয়ালি ঃ আরে না, হবে না।'

গল্প হেকিম সাহেবের অন্যতম চরিত্র ফকির, যিনি হেকিম সাহেবের গল্পটি বলে যান সাবলীল ভঙ্গিমায়। নাটকটির সূত্রধর তিনিই। নাটকটির মূল চরিত্রগুলি হল ওয়ালি খাঁ, পশুপতি পোদ্দার, গঙ্গামণি, ছায়েম, মোহরবাঈ, প্রমুখ, হেকিম সাহেবের জীবনবৃত্তে যারা নানাভাবে আবর্তিত হয়েছে। রয়েছে বক্কর, হর্তুকি, মৌলবি, তণ্ডুল, যুগী, তাকিয়া, তলেধর, ক্ষুপুর মতো বেশ কিছু অপ্রধান চরিত্র, হেকিমসাহেবের জীবনে তাদের ভূমিকাও নেহাত কম নয়, এই বইটিতে প্রত্যেকটি চরিত্রকে অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।' গল্প হেকিমসাহেবের সংলাপ ও ভাষা বিষয়ে লেখকের বিদগ্ধ মতামত বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। 'মনোজ মিত্রের জীবন ও নাট্যচর্চা' এবং 'মনোজ মিত্রের বাসভূমি' প্রবন্ধ দু'টি পড়লে নাট্যকার মনোজ মিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকারটিও অত্যন্ত মনোগ্রাহী, সেখানে নাট্যকার নাটকটির প্রেক্ষাপট, নামকরণ, সংলাপ বিষয়ে নিজস্ব মতামত রেখেছেন যা নাটকটিকে বুঝতে সাহায্য করেছে। এই বইটি শুধু নাট্য গবেষকই নয়, সাধারণ পাঠকদের কাছেও এটি একটি মূল্যবান দলিল।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় বইটির কথায়। ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা সর্বজনবিদিত। আবহমানকাল ধরেই তা চলে আসছে। গুণ ও কর্ম অনুসারে ভারতীয় সমাজে চারটি বর্ণ বা জাতির উল্লেখ দেখা যায়। তবে এই বিভাগ জন্মগত না কর্মগত এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হিন্দু সমাজে বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ বলে এবং শূদ্রের সন্তান শূদ্র বলেই গণ্য হয়ে থাকে। এটি কি ভগবানের সৃষ্ট বিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট না এটি নিছকই সমাজব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য মানুষের তৈরি নিয়ম?

'রক্তকরবী' থেকে প্রকাশিত 'বেদান্ত, তন্ত্র ও ইতিহাসের আলোকে বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা বইটিতে আচার্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় এই জটিল সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন। বাস্তববাদী তথা লোকায়ত দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. রাধারমণ চক্রবর্তী।

মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকারটিও অত্যন্ত মনোগ্রাহী, সেখানে নাট্যকার নাটকটির প্রেক্ষাপট, নামকরণ, সংলাপ বিষয়ে নিজস্ব মতামত রেখেছেন যা নাটকটিকে বুঝতে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় বইটিতে গুণ ও কর্ম অনুসারে ভারতীয় সমাজে চারটি বর্ণ বা জাতির উল্লেখ দেখা যায়। তবে এই বিভাগ জন্মগত না কর্মগত এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে

এই বইটিতে বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথাকে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন সমাজতত্ত্ববিদ ড. বেলা দত্তগুপ্ত, তাঁর বিশ্লেষণী আলোচনা বিষয়টিকে বুঝতে সহায়তা করেছে।

লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মায়াবাদি বেদান্ত ও বৈষ্ণব বেদান্তের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পার্থক্যের নিরিখে বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের শূল সিদ্ধান্ত ও সাধন, ঋগ্বেদ ও ভগবদ্গীতার বর্ণব্যবস্থা কী রকমের ছিল তার সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় এই বইটিতে---'' সেই সমাজই সবচেয়ে উন্নত ও অগ্রসর, যে সমাজে সাত্ত্বিক মানুষের সংখ্যা সর্ব্বোচ্চ, যাঁরা আধ্যাত্মিক ও বিকশিত সত্তা। অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন করেছেন। এই রকম মানুষকেই 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়েছে– শব্দটির আদি বৈদান্তিক তাৎপর্যে, জাতপাতের অশুভ প্রসঙ্গে নয়।''

এ ছাড়াও লেখক সুনিপুণ কৌশলে মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, পরাশর স্মৃতি, বৈদিক ও বেদোত্তর প্রাচীন বর্ণব্যবস্থা, গুপ্তযুগে বর্ণব্যবস্থা, বঙ্গদেশে বর্ণবিন্যাস, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতে জাতিভেদের রাজনীতি কীভাবে সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে – এ সব কিছু সম্পর্কেই বিশদ বিবরণ রয়েছে এই বইটিতে। বৈদান্তিক সমাজবাদ ও একবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজের রূপরেখা সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে এখানে। বইটির বিষয় বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গল্প হেকিম সাহেব – গল্প নয়, নাটক ঃ ড. অপূর্ব দে। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ১৫০ টাকা
বেদান্ত, তন্ত্র ও ইতিহাসের আলোকে বর্ণ ব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা ঃ আচার্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়। রক্তকরবী। ১৫০ টাকা